বাংলা কাব্য-কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভাব ঘটেছিল এমন এক সময়ে, যখন একদিকে পরাধীন ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে এবং অন্যদিকে বাংলা কাব্য ছিল প্রধানত রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বলয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদ সমাজের বুকে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, যন্ত্রণা এবং প্রতিবাদকে তুলে ধরার জন্য এক নতুন কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন ছিল। নজরুল সেই অভাব পূরণ করেন। তিনি প্রচলিত কাব্যরীতি ভেঙে এক বিদ্রোহী, সাম্যবাদী ও প্রেমময় কাব্যধারা নিয়ে আসেন, যা রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের পথ খুলে দেয়।

রচিত গ্রন্থসমূহ

- অগ্নি-বীণা (১৯২২)
- দোলন-চাঁপা (১৯২৩)
- বিষের বাঁশি (১৯২৪)
- ভাঙার গান (১৯২৪)
- ছায়ানট (১৯২৩)
- সাম্যবাদী (১৯২৫)
- সর্বহারা (১৯২৬)
- সিন্দু-হিন্দোল (১৯২৭)
- চক্রবাক (১৯২৯)
- সন্ধ্যা (১৯২৯)
- নজরুল-গীতিকা (১৯৩০)
- ঝিঙে ফুল (শিশুদের কাব্যগ্রন্থ) (১৯২৮)

রচিত গ্রন্থসমূহের আলোচনা

অগ্নি-বীণা

এটি নজরুলের প্রথম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যে তিনি ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব, বিপ্লবের আহ্বান এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। এখানে তাঁর বিদ্রোহী সত্তার তীব্র প্রকাশ ঘটেছে।

বিষের বাঁশি ও ভাঙার গান

এই কাব্যগ্রন্থগুলোতে ব্রিটিশবিরোধী কবিতাগুলো আরও তীক্ষ্ণ এবং প্রতিবাদী রূপ লাভ করে। এই বইগুলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। এই বইগুলোর কবিতা পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

দোলন-চাঁপা ও ছায়ানট

এই কাব্যগ্রন্থগুলোতে নজরুলের প্রেম, প্রকৃতি এবং রোমান্টিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। এখানে তিনি একদিকে যেমন প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে তেমনই মানুষের প্রেমের গভীরতাকে তুলে ধরেছেন।

সাম্যবাদী ও সর্বহারা

এই কাব্যগ্রন্থগুলো নজরুলের সাম্যবাদী চেতনার চূড়ান্ত রূপ। তিনি ধনী-গরিব, উঁচু-নীচু, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন। তিনি শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু করেছেন।

সিন্দু-হিন্দোল

এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে নজরুলের জীবনে আসা দুঃখ-কষ্ট ও বিরহের প্রতিফলন দেখা যায়। এখানে প্রেম ও বিষাদের এক সুন্দর মেলবন্ধন ঘটেছে।

চক্রবাক

এই কাব্যগ্রন্থে নজরুলের প্রেম, বিরহ, আধ্যাত্মিকতা এবং দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে।

অবদান

বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ

নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় এক নতুন বিদ্রোহী চেতনা নিয়ে আসেন। তিনি ব্রিটিশ শাসন, সামাজিক অনাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন,

"মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।"

তাঁর এই বিদ্রোহী সত্তা তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' উপাধি এনে দেয়।

সাম্য ও মানবতাবাদ

নজরুল তাঁর কাব্যে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব মানুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন,

"গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।" (সাম্যবাদী)

তিনি ছিলেন এক অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী কবি।

প্রেম ও প্রকৃতির নতুন রূপায়ণ

তিনি কেবল বিদ্রোহী কবি নন, তাঁর কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতির গভীর ও রোমান্টিক প্রকাশ ঘটেছে। তিনি প্রচলিত ধারার বাইরে এসে প্রেমকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন।

নতুন ছন্দ ও শব্দ ব্যবহার

নজরুল বাংলা কবিতায় নতুন ধরনের শব্দ ও ছন্দ ব্যবহার করেন। তিনি আরবি-ফারসি শব্দকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাংলা কবিতায় ব্যবহার করেছেন। এর ফলে বাংলা কাব্যের ভাষা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

কাব্য ও গানের মেলবন্ধন

নজরুল ইসলাম একাধারে কবি এবং গীতিকার। তিনি প্রায় তিন হাজারেরও বেশি গান রচনা করেছেন। তাঁর গানগুলো বাংলা গানকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, নজরুল বাংলা কবিতাকে আধুনিকতার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর কবিতা ও গান বাঙালি জাতির আবেগ, স্বপ্ন এবং প্রতিরোধের প্রতীক।

RANI DHANYA KUMARI COLLEGE • MURSHIDABAD ESTD : 1962 JIAGANJ